মঙ্গলবার, ১৪ ফাল্গুন, ১৪২৪
বর্ষ : ১৩, সংখ্যা : ৬৪

''শ্রী-হীন হয়ে পড়ল বলিউড, প্রশ্ন উঠছে তার মৃত্যু নিয়ে

বলিউডের প্রথম মহিলা সুপারস্টার শ্রীদেবী ৫৪ বছর বয়েসে প্রয়াত হয়েছেন। একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে তিনি আরব আমিরসাহীতে গেছিলেন সপরিবারে। অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি ফিরে আসেন হোটেলে। এই হোটেলের শৌচাগারে অকস্মাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হয় বলে পরিবার সূত্রে জানান হয়। কিন্তু ময়নাতদন্তের রিপোর্টে বলা হয়েছে, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে নয়, শ্রীদেবীর মৃত্যু হয়েছে হোটেলের বাথটবে জলে ডুবে। শ্রীদেবীর মৃত্যুতে সারা দেশ শোকস্তব্ধ। রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীদেবীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন টুইটারে। মাত্র ৪ বছর বয়েসে শিশুশিল্পী হিসাবে অভিনয় জগতে তাঁর প্রবেশ। তারপর ধীরে ধীরে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। ভারতের বাইরেওঅভিনয়ে অসাধারণ দক্ষতার জন্য তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। তিনি তামিল, তেলেগু, কানাড়া, হিন্দি ভাষায় প্রায় ১২৫ টি বেশি ছবিতে অভিনয় করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয় অভিনেত্রী। অসময়ে তার মৃত্যুতে এক বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হল বলিউড সহ সারা দেশের চলচ্চিত্র শিল্পে।

স্বাভাবিকভাবেই শোকের ছায়া নেমে এসেছে সিনে দুনিয়ায়।

শ্রীদেবীর মৃত্যুর পর তার পরিবার থেকে জানান হয় যে শিল্পীর হৃদরোগজনিত কোনও সমস্যা ছিল না। কিন্তু তার হৃদরোগ এতটাই মারাত্মিক ছিল যে হোটেল থেকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়। চিকিৎসকরা মনে করছেন, বিশ্বে এখনও মহিলাদের ক্ষেত্রে হৃদরোগের চিকিৎসায় ঘাটতি রয়েছে। তবে ময়না তদন্তের রিপোর্ট ঘিরে অনেক প্রশ্ন উঠেছে।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

দুর্যোধন অত টাকা অত ঐশ্বর্য দেখাতে লাগল ; কিন্তু তার বাটীতে ঠাকুর গেলেন না। তিনি বিদুরের বাটী গেলেন। তিনি ভক্তবৎসল, বৎসের পাছে যেমন গাভী ধায় সেইরূপ তিনি ভক্তের পাছে পাছে যান।"

ঠাকুর গান গাহিতেছেন—

যে ভাব লাগি পরম যোগী,
যোগ করে যুগযুগান্তরে।
হলে ভাবের উদয় লয় সে
যেমন লোহাকে চুম্বকে ধরে।

''চৈতন্যদেবের কৃষ্ণ নামে অশ্রু পড়ত। **ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু**। মানুষ মনে করলে ঈশ্বর লাভ করতে পারে। কিন্তু কামিনীকাঞ্চন ভোগ করতেই মত্ত। মাথায় মাণিক রয়েছে তবু সাপ ব্যাঙ খেয়ে মরে!"

''**ভক্তিই সার**। ঈশ্বরকে বিচার করে কে জানতে পারবে। আমার দরকার ভক্তি। তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য অত জানবার আমার কি দরকার? এক বোতল মদে যদি মাতাল হই শুঁড়ীর দোকানে কত মণ মদ আছে সে খবরে কি দরকার? এক ঘটি জলে আমার তৃষ্ণার শান্তি হতে পারে; পৃথিবীতে কত জল আছে, সে খবরে আমার প্রয়োজন নাই।"

(সুরেন্দ্রের দাদা ও সদরওয়ালার পদ—জাতিভেদ)

(Caste System and problem of the Untouchables solvedzTheosophy)

শ্রীরামকৃষ্ণ এইবার সুরেন্দ্রের বাড়িতে আসিয়াছেন। আসিয়া দোতলায় বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। সুরেন্দ্রের মেজভাই সদরওয়ালা, তিনিও উপস্থিত ছিলেন। অনেক ভক্ত ঘরে সমবেত হইয়াছেন। ঠাকুর সুরেন্দ্রের দাদাকে বলিতেছেন, ''আপনি জজ, তা বেশ; এটি জানবেন সবই ঈশ্বরের শক্তি। বড় পদ তিনিই দিয়েছেন, তাই হয়েছে। লোকে মনে করে আমরা বড়লোক; ছাদের জল সিংহের মুখওলা নল দিয়ে পড়ে, মনে হয় সিংহটা মুখ দিয়ে জল বার কচ্ছে। কিন্তু দেখ কোথাকার জল। কোথা আকাশে মেঘ হয়, সেই জল ছাদে পড়েছে, তারপর গড়িয়ে নলে যাচ্ছে।

দিনপঞ্জিকা

১৪ ফাল্গুন, ভাঃ ৮ ফাল্গুন, **২৭ ফেব্রুয়ারী,** ১৪ ফাগুন, সংবৎ ১২ ফাগুন সুদি, ১০ জমাঃ সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৬, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৩৫। **মঙ্গলবার,** দ্বাদশী দিবা ঘ ১২।৩৮ মিঃ। পুষ্যানক্ষত্র রাত্রি ঘ ২।৩৩ মিঃ। সৌভাগ্যযোগ দিবা ঘ ১।২৭ মিঃ। বালবকরণ, দিবা ঘ ১২।৩৮ গতে কৌলবকরণ, রাত্রি ঘ ১১।৩১ গতে তৈতিলকরণ। **জন্মে**—কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, দিবা ঘ ২।৩৩ গতে রাক্ষসগণ বিংশত্তরী বুধের দশা। **মৃতে**— দ্বিপাদদোষ, দিবা ঘ ১২।৩৮ গতে একপাদদোষ। **বারবেলাদি** — ঘ ৭।৩২ গতে ৮।৫৮ মধ্যে ও ১।১৬ গতে ২।৪৩ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ৭।৯ গতে ৮।৪৩ মধ্যে। **যাত্রা**—নাই। **শুভকর্ম্ম**- সীমন্তোন্নয়ন, দিবা ঘ ১২।৩৮ মধ্যে পুংসবন, রাত্রি ঘ ২।৩৩ মধ্যে গর্ভাধান। **বিবিধ**—দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট এবং ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। পূর্ব্বহ্নু ঘ ৯।৫৬ মধ্যে একাদশীর পারণ। **গোবিন্দ দ্বাদশী**। দিবা ঘ ১২।৩৮ মধ্যে **গোবিন্দ দ্বাদশীস্নান, মহাপাতক পাপক্ষয় কামনা পূর্বক গঙ্গাস্নান কর্তব্য। গোস্বামীমতে নৃসিংহ দ্বাদশী। বালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের আবির্ভাব তিথি। অমৃতযোগ**— দিবা ঘ ৮।১৩ গতে ১০।৩৫ মধ্যে ও ১২।৫৭ গতে ২।৩২ মধ্যে ও ৩।১৯ গতে ৪।৫৩ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৬।২৯ মধ্যে ও ৮।৫৬ গতে ১১।২২ মধ্যে ও ১।৪৮ গতে ৩।২৫ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

১৪ ফাল্গুন, ভাঃ ৮ ফাল্গুন, ২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৪ ফাগুন, ১০ জমাঃ সানি। উঃ ৬।৬, অঃ ৫।৩৫। মঙ্গলবার, দ্বাদশী রাঃ ঘঃ ১২।৩৮ ১২৪ ফাঃ হাজী মওঃ কফিলুদ্দিন সাহেবের ইসালে সওয়াব, নাগড়াজোল মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়, মুর্শিদাবাদ।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রাণপুরুষ ভগবান শ্রীশ্রী মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

গদাধর রানা

শেষ পর্ব

রাধার সহচরী ব্রজগোপীদের সাধনা এই পর্যায়ের। রাধা প্রেমকল্পলতা আর গোপীরা তার শাখাপত্রতুল্য। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার বাসনা সখীদের নেই। তবে রাধাকৃষ্ণের মিলনলীলা দর্শনে এবং পরিপুষ্টিসাধনেই তাদের অধিক আনন্দ ও পরম সার্থকতা। এই গোপীভাবের সাধনা বা রাগানুগাভক্তি সাধনাই হলো শ্রীচৈতন্য প্রদর্শিত বৈষ্ণব ধর্মসাধনার মূল সিদ্ধান্ত— কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর গ্রন্থে মধ্যসীমায় তাই বললেন —

''রাগানুগা মার্গে তাঁরে ভজে যেই জন
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজের নন্দন।"

বৈষ্ণবধর্মে উপাস্য হলেন কৃষ্ণ, যার উপাসনার মূলে অহেতুকী রাগভক্তি অবশ্যই সহায় এবং যার প্রয়োজন হ'ল কৃষ্ণপ্রেম উদ্বোধন—সেই বিশিষ্ট ধর্মই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম --শ্রীচৈতন্যদেবের লৌকিক জীবনেই গৌড়দেশে এই নবধর্মের আবির্ভাব ঘটেছিল বা পরাকাষ্ঠা দেখা গিয়েছিল। বস্তুত, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মূল কথা হলো— রাধাকৃষ্ণলীলার সত্যতায় ও নিজত্বে বিশ্বাস। অথবা বলা যায়--কৃষ্ণলীলায় রাধাপ্রেমের গুরুত্ব অনুধাবন।

শ্রীচৈতন্যদেব কেনই বা রূপে রাধার বরণ আর শ্যামের গড়ন নিয়ে এলেন—এমন প্রশ্ন উঠতে পারে। এর কারণ তিনটি। ব্রজবৃন্দাবনে থাকাকালীন ব্রজের কৃষ্ণরূপে তাঁর তিনটি জিনিস জানা সম্ভব হয়নি।

১) রাধার প্রেম কেমন, কত গভীর সেই প্রেম, কেমনই বা তার মহিমা—এই হলো এক।

২) শ্রীকৃষ্ণ বললেন— আমার যে রূপ দেখে শ্রী রাধারাণী উন্মাদিনী সেই ভুবনমোহন রূপ কত মধুর— এই হলো দুই।

৩) আমার রূপমাধুরী আস্বাদন ক'রে শ্রীরাধার যে সুখ, তাই-ই বা কেমন— এই হলো তিন।

এই তিন বাঞ্ছা পূরণের জন্য শ্রীচৈতন্যদেব জন্ম নিয়েছিলেন শচীদেবীর গর্ভে। শ্রীচৈতন্যদেবের অবতীর্ণ হওয়ার আসল কারণটি হল গোপীপ্রেমের ঋণশোধ। ব্রজের নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের মনে একদা ইচ্ছা হয়েছিল—শ্রীরাধার ভাব আশ্রয় ক'রে নিজের মাধুর্য নিজে আস্বাদন করা। সেই ইচ্ছা পূরণের জন্যই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধারাণীর ভাবকান্তি নিয়ে নবদ্বীপে এসে অবতীর্ণ হলেন আর সংগে সংগে যুগধর্ম নাম প্রেম প্রচার করলেন। এখানে, বৈষ্ণবধর্মের সুগভীর তাৎপর্যই হচ্ছে -- শ্রীচৈতন্যদেব রাধাভাবে ভাবিত হয়ে কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদন করতেন। তা অবলম্বন ক'রেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আনন্দস্বরূপ হয়েও তাঁর অন্তরঙ্গস্বরূপ শক্তির দ্বারা স্বরূপভূত আনন্দের অনুভব করেন এবং অপর সকলকে অনুভব করান। সেই শক্তির নাম হলদিনী বা আনন্দপয়িনী শক্তি। এই প্রসঙ্গে সচ্চিদানন্দ ভগবানের তিনটি শক্তির বিষয় উল্লেখ করা যায়।

১) স্বরূপশক্তি (অন্তরঙ্গারূপে অভিহিত)।

২) মায়াশক্তি (বহিরঙ্গারূপে অভিহিত)।

৩) জীবশক্তি (তটস্থারূপে বিদিত)।

স্বরূপ শক্তি আবার তিন প্রকারের— ১) সঙ্গিনী (অস্তিত্ববাচক) – এই শক্তিতে অনন্তকাল ধরে ভগবান বিরাজিত। (২) সম্বিৎ (চৈতন্যবাচক) – এই শক্তির দ্বারাই ভগবান চৈতন্যবাচক। (৩) হলাদিনী (আনন্দবাচক)-- এই শক্তির দ্বারাই ভগবান নিজে আনন্দিত ও ভক্তচিত্তে আনন্দ দান করেন।

এই হলাদিনী শক্তির সার হল প্রেম। প্রেমের সার ভাব, আর ভাবের সার হল মহাভাব। শ্রীকৃষ্ণ প্রণোয়িনী রাধাঠাকুরানী দেই মহাভাব স্বরূপিনী। রাধারানী বিশুদ্ধ প্রেমের আকর। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পূর্ণ শক্তিমান, অর্থের শক্তি, ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের আধার হওয়া সত্বেও শ্রীরাধার প্রেমে উন্মত্ত। রাধার প্রেমের দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যের বিকাশ ঘটে। শ্রীকৃষ্ণ ও রাধা একই স্বরূপ – তাঁদের মধ্যে কোনো ভেদ নাই। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই স্বীকার করেছেন – পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময়পূর্ণতত্ত্ব/ রাধিকার প্রেমে আমি উন্মত্ত। না জানি রাধার প্রেমের আছে কত বল/ যে বল আমারে করে সর্বদা বিহ্বল। রাধিকার প্রেম গুরু, আমি শিষ্য বটে / পদা আমার লীলানৃত্যে নায়ক উদ্ভট। রাধার প্রেমের প্রতিদান দিতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অসমর্থ। তিনি রাধার প্রেমে বশীভূত। সাধ্যবস্তু লাভের জন্য সাধনার প্রয়োজন। কিন্তু জীবের পক্ষে সাধনার দ্বারা রাধার প্রেম লাভ করা সম্ভব নয়। সম্পূর্ণভাবে সংকোচ ত্যাগ করে রাধার সখীস্থানীয় গোপীদের মতো সহজ সরলভাবে তনু-মন-প্রাণ ঢেলে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করাই হল সখীভাব বা গোপীভাব। এই সখীভাবে সাধনা করলে রাধা প্রেমের অনুগত প্রেম লাভ করা যায়। আমরা একটু আগেই বলছিলাম— রাধা ও কৃষ্ণের কোনো ভেদ নাই। তবে লীলার জন্য ভেদস্বীকার বা ভীষ্মরূপে অবস্থান – 'রাধা পুর্ণশক্তি কৃষ্ণপূর্ণশত্তিমান / দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্রে পরমাণ।'

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মসাধনায় প্রেমী পরম পুরুষার্থ-প্রেমের মাধ্যমে ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়। ভাগবতে লিখিত-- শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পূজন, বন্দন, পরিচর্যা, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন-- এই নববিধা বা নবধা ভক্তির পুজারী শ্রী গৌরাঙ্গ, এবং সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবৎ শ্রবণ, মথুরাবাস ও শ্রীমূর্তি সেবার মূলে পঞ্চ অঙ্গ শ্রীচৈতন্যের শুদ্ধ বিবেচনায় সাধনশ্রেষ্ঠ। বলা হয়েছে তাই— সাধুসঙ্গ, কৃষ্ণসেবা, ভাগবৎ, নাম, দাস্যের সেবা, সাধের প্রীতি, বৎসল্লের স্নেহ-এ সকলই রাধারানীর প্রেমে মিলিত হয়ে এক চরম উৎকর্ষে নিয়ে গেছে। শ্রীরাধিকার প্রেমের ভিতর কামের নেশামাত্র বা আপন ইন্দ্রিয়প্রীতি নাই -- আছে শুধু শ্রীকৃষ্ণ কিসে সুখী হয় সেই ইচ্ছা --

তাই বলা হয় -- ''আত্মেন্দ্রিয় প্রীতির ইচ্ছাই হল কাম / আর কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতির ইচ্ছাই হলো বিশুদ্ধ প্রেম। শ্রীগৌরচন্দ্রের প্রেমোন্মাদনার ভিতর ফুটে উঠেছে কখনও রাধার ভাব, কখনও কৃষ্ণের ভাব আবার কখনও বা ভক্তের ভাব। আপনি নেচে জগৎকে নাচালেন, আপনি কেঁদে জগৎকে কাঁদালেন। তিনি বলতে কি -- 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বরূপ রাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ।' তিনি এসেছিলেন গোলকধামের প্রেম সম্পদ বিলিয়ে দিতে। গৌরীও বৈষ্ণব দর্শনশাস্ত্রে শ্রীরাধিকা কখনই ভিন্ন নারী নন – শ্রীকৃষ্ণের মাঝেই রাধিকার উদয় বিনয়। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর লৌকিক ভাবপ্রয়াণ ও শিক্ষা উপদেশের মাধ্যমে গৌরী ও বৈষ্ণব ধর্মের স্বরূপ প্রস্ফুটিত করেছিলেন। তাঁর রচিত 'শিক্ষাষ্টকর্মের' মধ্যে তিনি সাধারণের শিক্ষার উদ্দেশ্যে আটটি শ্লোক উচ্চারণ করতেন।

নৈরাজ্যের যুগে সমস্ত জাতিকে মনুষত্বের উদ্বোধনে ভক্তি ও প্রেম ধর্মের দ্বারা এক সূত্রে গেঁথে জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে সবাইকে নবজীবন দান করে মহাপ্রভু পরিত্রাণ করেছিলেন। মহাপ্রেমিক শ্রীচৈতন্য দেবভূমি ভারতবর্ষের এক অনন্য ধর্মাচর্য মধ্য যুগের ধর্মান্দোলনের তিনি প্রবর্তক। গৌড়ভূমির ধর্মীয় ও সামাজিক ঐতিহ্যের একটি অধ্যায়ের তিনি যুগোনায়ক।

ইতিহাস তাঁকে সৃষ্টি করেনি, ইতিহাসের তিনি স্রষ্ঠা। তিনি চেয়েছিলেন আত্মচৈতন্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক প্রতিটি মানুষ। বাঙালির মনে তিনি এনে দিয়েছিলেন পূর্ণাঙ্গ মানুষের প্রত্যয়।

ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখতে পাই -- চৈতন্যদেবের প্রভাব আমাদের জাতীয় জীবনে যুগান্তর এনে দিয়েছিল। যুগের একান্ত দুঃসময়ে যদি এই মহাপুরুষের আবির্ভাব না ঘটতো তাহলে এদেশের ইতিহাস এক ভিন্ন পথে প্রভাবিত হত। জাতপাত, ধর্মান্ধতা, ব্যক্তিগত বিদ্বেশ, ঘৃণা, ভস্টাচার ও ধংসের পথে দেশটা এগিয়ে যেত। মোট কথা, শ্রীমন্মথ প্রভুর আবির্ভাবে বঙ্গের আধ্যাত্মিক তন্দ্রা ভেঙেছিল – এমনটি বলা যায়।

প্রসঙ্গ আর্থিক পরিষেবা উপভোক্তার স্বার্থরক্ষা

জি. সুন্দরম

পর্ব-২

উপভোক্তাদের স্বার্থ যাতে আরও ভালোমতো রক্ষিত হয়, সেজন্য চালু ক্রেতা সুরক্ষা আইনকে সংশোধন করে আরও বেশি সংহত রূপ দেওয়া হবে। আর্থিক পরিষেবা একটি অতি জটিল ক্ষেত্র। এই ময়দানে রকমারি খেলুড়ের সাক্ষাৎ মেলে। এই ক্ষেত্রে মোট পরিসম্পদের ৬৪ শতাংশ ব্যাঙ্কগুলিই একাই নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এছাড়াও চাটার্ড অ্যাকাউন্টট্যান্ট, এজেন্ট বা প্রতিনিধি, দালাল, পরামর্শদাতা, মধ্যস্থতাকারী ইত্যাদি বহু ধরনের সংগঠিত ও অসংগঠিত কারবারি এই ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত। কাজেই উপভোক্তার সম্পদের (জমাকৃত অর্থ-সহ) সুরক্ষাকল্পে যথাযথ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার ও বিমার ব্যবস্থাপত্রের সংস্থান থাকা উচিত। উপভোক্তার আর্থিক সাক্ষরতা, অর্থাৎ কি না আর্থিক পরিষেবা বিষয়ে ন্যূনতম জ্ঞানগম্যি থাকাটাও সমান জরুরি। এক্ষেত্রে, আর্থিক পরিষেবা বিষয়ে উপভোক্তা বা ক্রেতার স্বার্থরক্ষার্থে রাষ্ট্রসংঘের যে নীতিনির্দেশিকা রয়েছে, যার উল্লেখ ইতোমধ্যেই করা হয়েছে, তাতে চোখ বোলানোটা বেশ কাজে আসবে। দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হল ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি তাদের গ্রাহকদের থেকে কী সুদ নেবে, কী কী চার্জ নেবে বা কী কী শর্ত আরোপ করবে সেটা নির্ভর করে তাদেরই উপর। কোনও কোনও ব্যাঙ্ক ঋণ থেকে ৯০ দিনের বেশি সময় ধরে সুদ ও আসল উভয়ই আদায় করে। বকেয়া (nonperforming assets, NPS As); বড়োমাপের ও প্রভাবশালী গ্রাহকদের দেওয়া যে ঋণ উদ্ধারের আদৌ আশা নেই, তার ভবিতব্য ইত্যাদি বিষয়ের সাপেক্ষে বৃহত্তর নীতির রূপরেখা নির্ধারণে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এক

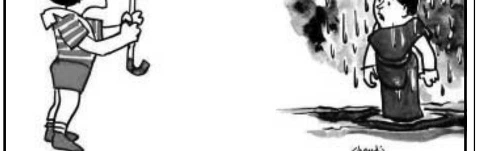

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রতিটি রাজ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক নিযুক্ত ব্যাঙ্কিং লোকপাল (Ombudsman)-ও এই সব বিষয়ে ব্যাঙ্কের গ্রাহকদের বক্তব্য শুনে প্রতিকারের উদ্যোগ নেয়। আর্থিক পরিষেবা বলতে মূলত বোঝায় অর্থলগ্নি শিল্পক্ষেত্র (finance industry) যেসব অর্থনৈতিক পরিষেবা প্রদান করে থাকে। এর আওতায় আসছে টাকাপয়সা লেনদেন, যেখানে এমন ব্যাপক সংখ্যক কারবার হয়। যেমন সরকারি ও বেসরকারি ব্যাঙ্ক, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ক্রেডিট কার্ড কোম্পানি, বিমা সংস্থা, উপভোক্তাদের পণ্য ও পরিষেবা ক্রয়ে ঋণদাতা কোম্পানি, শেয়ার বেচা-কেনায় যুক্ত ফার্ম, বিনিয়োগকারী সংস্থা, মিউচুয়াল ফান্ড ইত্যাদি। বস্তুত, ''Voice Society" একটি তুলনামূলক সমীক্ষা চালিয়েছে ক্রেডিট কার্ড-সহ দেড়শো রকম আর্থিক পণ্যের বিষয়ে।

বিমা নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা সেবি (SEBI), ভোগ্যপণ্যের সংক্রান্ত Forward Market Commission ইত্যাদির আওতায় রয়েছে আর্থিক পরিষেবা ক্ষেত্রের এক ব্যাপক বিস্তৃতি এলাকা। এছাড়াও মিউচুয়াল ফান্ড (যার উপর বহু গ্রাহক নির্ভরশীল), বিনিয়োগকারী সংস্থা, উপভোক্তাদের পণ্য ও পরিষেবা ক্রয়ে ঋণদাতা কোম্পানি ইত্যাদি হরেক প্রকৃতির আর্থিক প্রতিষ্ঠানের এই জঙ্গলে পথ হারিয়ে হন্যে হয়ে পড়েন বেচারা উপভোক্তা বা গ্রাহক।

ঠিক এখানেই আর্থিক পরিষেবায় শামিল হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি ওঠে, বিশেষ করে ভারতের মতো বিশাল আয়তনের দেশের গ্রামাঞ্চলের প্রেক্ষিতে, যেখানে সাক্ষরতার স্তরের নিরিখে বিপুল বৈষম্য চোখে পড়ে। কেরলের মতো রাজ্যে, যেখানে সাক্ষরতার হার অত্যন্ত বেশি, বিশেষ করে মহিলা সাক্ষরতার, সেখানে একাজ সহজ হতে পারে। কিন্তু, ভারতে কিছু অঞ্চলে, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বলে যে একটা বস্তু আছে, তাও অনেকের কাছে এখনও অজানা। সাম্প্রতিককালে প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনার দৌলতে নাগরিকদের দেশের অর্থব্যবস্থায় শামিল করার এই প্রক্রিয়ায় ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে। ৩৫ কোটির বেশি মানুষ এই যোজনার আওতায় অ্যাকাউন্ট খাতায় টাকা জমা করেছেন। আবার এই ব্যাঙ্ক খাতা খোলার দৌলতে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পে দেয় আর্থিক সুবিধা সরাসরি উপকার হস্তান্তর ব্যবস্থা অনুযায়ী সটান ঢুকে যাচ্ছে এদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। মধ্যবর্তী দ্বিতীয় কোনও ব্যক্তির হাত না ঘুরেই এভাবে সরাসরি সরকারের ঘর থেকে নির্ঝঞ্ঝাটে তাদের কাছে টাকার সুষ্ঠু হস্তান্তরের ফলে তাদের মধ্যেও জাতীয় বিকাশে শামিল হওয়ার একটা বোধ তৈরি হচ্ছে।

এতদিন পর্যন্ত, তরুণ বয়সি পেশাদারেরা তথ্য- প্রযুক্তিকেই তাদের পছন্দের তালিকায় শীর্ষে স্থান দিত। এখন ছবিটা বদলে গেছে, আর্থিক পরিষেবাকে কর্মক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিতে আগ্রহী হচ্ছেন তারা। আজকের দিনের আর্থিক পরিষেবা শিল্পক্ষেত্র তার বিবিধ পণ্য ও পরিষেবা-সহ ব্যক্তিবিশেষ ও কোম্পানিগুলির টাকাপয়সার দেখভালের দায়িত্ব নিয়ে নিচ্ছে। গরিব মানুষজনকে দারিদ্র্যের কবল থেকে বেরিয়ে আসার রাস্তা দেখাচ্ছে আর্থিক পরিষেবা ক্ষেত্র, আর বিত্তবান শ্রেণির সামনে সুযোগ করে নিচ্ছে তাদের টাকাকে বাজারে খাটিয়ে আরও বেশি অর্থ উপার্জনের। কিন্তু আমার অভিমত, এর গোটাটাই নির্ভর করে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তির সুবিধা-সহ উপভোক্তা সুরক্ষার বন্দোবস্ত বর্তমান থাকার উপর। **ক্রমশ**

সম্পাদক সমীপেষু

বেশ কিছু গানের স্বরলিপি

সাত সুরের সাথেই সরগম থাকে। সেই গানের স্বরলিপিও থাকে। সেই স্বরলিপিতে রয়েছে বেশ কিছু গীতিকার, সুরকার ও শিল্পীদের নাম। যা জানার পরে একটা আনন্দ হয়। তার মধ্যেই রয়েছে (১) 'এই মহুয়া বনে/মনের হরিণ হারিয়ে গেছে/খুঁজি আপন মনে', এই গানের সুর ও স্বরলিপি করেছিলেন কুমার শচীন দেববর্মন (১৯৩৫)। (২) 'ওগো বাদল রাতি/যদি ঘুমাইয়া পড়ি/দিও স্বপ্ন তপ/মম নয়ন ভরি', সুরকার ছিলেন হিমাংশু কুমার দত্ত। গানটার স্বরলিপি করেছিলেন সাবিত্রী ঘোষ (১৯৩৫)। (৩) 'ঝরা চামেলী বনে/কেন আসিলে তুমি/বুঝি পড়িল মনে/মোর বিদায় ক্ষণে', সুর ও স্বরলিপি করেছিলেন হিমাংশু দত্ত (১৯৩৬)।(৪) 'প্রেম নহে মোর মৃদু ফুলহার/দিল সে দহন জ্বালা/ তবু নিরজনে সে প্রেম লাগিয়া/গাঁথি যে অশ্রুমালা', গানটার সুর করেছিলেন রাইচাঁদ বড়াল। আর এই গানের স্বরলিপি করেছিলেন ভি. বালসারা (১৯৩৬)।(৫) ফুলেরই দিন হল যে অবসান/আলোর বাঁশি গাহে বিদায় গান', এই গানের সুরে ছিলেন ভিস্মদেব চট্টোপাধ্যায়। গানটির স্বরলিপিতে ছিলেন ভি. বালসারা। (৬) 'বিরহি পথিক/ফিরে যাও ঘরে/কোথা যাও একা/এ বাদল ঝড়ে', সুরের দায়িত্বে ছিলেন শৈলেশ দাসগুপ্ত। স্বরলিপি করেছিলেন লীনা সাহা (১৯৩৬) (৭) 'এই পেয়েছি অনল জ্বালা/ তারেই শুধু চাই/হারিয়ে গেলাম আপনারে/ দুঃখ কিছুই নাই', এই গানের সুরকার পঙ্কজকুমার মল্লিক, স্বরলিপি করেছিলেন ভি. বালাসারা (১৯৩৭)। (৮) 'একটি পয়সা দাওগো বাবু/একটি পয়সা দাও/ ময়লা জুতো সয়না পায়ে/পালিশ করে নাও', এই গানের সুরকার ছিলেন অনুপম ঘটক। স্বরলিপি করেছিলেন সাবিত্রী ঘোষ (১৯৩৭)। (৯) কোথা সে খেলাঘর বিজন নদীর তীরে/সে পথ খুঁজি/একা আঁখি নীরে', সুরের দায়িত্বে তিমির বরণ, স্বরলিপি করেন হরিপদ রায় (১৯৩৭)। (১০) 'বিরহী চির বিরহী/তোমার আঁধারে আঁধার করেছে ধরা/বাদল এনেছ বহি', সুর করলেন জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, স্বরলিপি করলেন সাবিত্রী ঘোষ। একটা গানের ক্ষেত্রে স্বরলিপির অবশ্যই প্রয়োজন থাকে। এটা জানিয়ে গেছেন রেণুকা ভট্টাচার্য। গানগুলোর রচনাকার অজয় ভট্টাচার্য। তাঁরই স্ত্রী রেণুকা ভট্টাচার্য।

প্রবীর মিত্র
হাওড়া

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।............সম্পাদকীয় দফতর।

লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

মতামতের জন্য
সম্পাদক দায়ী নয়